আমাদের উৎসব

১১তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ ২০১৮ | ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন | Future in Frames

০৩

সোমবার | ২৯ জানুয়ারি, ২০১৮ | ৪ পাতা | মূল্য ৫ টাকা

বিশপের গল্প

গতকাল উৎসবের দ্বিতীয় দিন জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে শিশু প্রতিনিধিদের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার প্রশিক্ষক ছিলেন ব্রিটিশ অভিনেতা ও পরিচালক মার্ক বিশপ। পুরো কর্মশালাটি তিনি এমনভাবে আয়োজন করেন যেন এক স্বপ্নিল স্বপ্নের আসর বসেছে। শূণ্য বাজেট এবং কোন প্রকার অভিজ্ঞতা ছাড়াই কিভাবে একটি ছবি বানানো সম্ভব তাই উঠে এসেছিল বিশপের গল্পে।

মার্ক বিশপ একজন অভিনেতা, এছাড়াও তিনি আরও দুটি থিয়েটারের সাথে যুক্ত আছেন। এর মধ্যে 'বিগ স্টেট' নামক থিয়েটারটি তিনিই পরিচালনা করেন। এর পাশাপাশি 'ন্যাচারাল' থিয়েটারের সাথেও যুক্ত আছেন তিনি। এই কর্মশালার মাধ্যমে প্রতিনিধিরা শুধু নিজেরাই শিখবেনা বরং অন্যদেরও শিখাতে সক্ষম হবে বলে জানান মার্ক বিশপ। কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথমত, প্রযুক্তি বিনিময় এবং দ্বিতীয়ত, মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সিনেমা নির্মাণ । এছাড়াও তিনি প্রতিনিধিদের বিভিন্ন ধরনের শট সম্পর্কে জ্ঞান দেন। কিভাবে ফোন দিয়ে সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম শটগুলোও চমৎকারভাবে নেয়া যায় তা তুলে ধরেন। তিনি দুইজন ডেলিগেটের একটি দল গঠন করেন, যাদের দ্বারা তিনি ফোন দিয়ে সিনেমা নির্মাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করান। কর্মশালার মাঝে ১০ মিনিটের একটি বিরতিতে প্রতিনিধিরা তাদের সদ্য শেখা ছয়টি শট দিয়ে আশেপাশের বিভিন্ন দৃশ্য ধারণ করে কর্মশালার অংশ হিসেবে। শেষ পর্যন্ত বলা যায় যে, প্রতিনিধিরা গতকালের কর্মশালাটি করে খুবই উচ্ছসিত। মার্ক বিশপের শিখন পদ্ধতি আসলেই চমৎকার! সকল স্তরের মানুষ যেন স্বল্প বাজেটে সিনেমার মধ্য দিয়ে তাদের কথাটা বলতে পারে সেজন্যই তিনি শূণ্য বাজেট সিনেমা সম্পর্কে সকলকে জানাতে চান বলে জানান তিনি।

দুইদিনের এই কর্মশালার প্রথম পর্ব আয়োজিত হয়েছিল গতকাল সকাল ১০ ঘটিকায় এবং দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে আজ।

- নওশীন আনজুম

গতকাল উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে আসা ২৬৭ জন শিক্ষার্থীদের কোলাহলে । সকাল সকালই সিএফএস- এর গাড়িতে করে উৎসব প্রাঙ্গণে চলে আসে শিক্ষার্থীরা। উৎসব চলাকালীন সময়ে পাবলিক লাইব্রেরীর শওকত ওসমান মিলনায়তনে তারা 'টেসরস', 'বাকা' 'সাবাকু' সহ আরও বেশ কয়েকটি দেশি বিদেশি সিনেমা উপোভোগ করে।

এগারোতম শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের পর্দা গত ২৭ শে জানুয়ারি উঠলেও, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়েছে মূলত উৎসবের দ্বিতীয় দিনে। জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল অডিটোরিয়াম উৎসবের অন্যতম ভেন্যু। সেখানে গতকাল প্রদর্শিত হয় সামাজিক চলচ্চিত্র বিভাগের চলচ্চিত্রগুলো, যেই বিভাগের নির্ধারিত বিষয় ছিলো 'নারীর প্রতি সহিংসতা'। এবারের উৎসবে মোট ছয়টি বিভাগে চলচ্চিত্র জমা পড়েছিলো প্রায় এগারোশোটি। আর সামাজিক চলচ্চিত্র নামের বিভাগটিতে সেটির সংখ্যা ছিলো ২২টি। তার মধ্য থেকে নির্বাচিত ছয়টি সিনেমা, 'প্রত্যাশা', 'আ শ্যাডো স্টোরি', 'অগোচর', 'সাবটেল কাইন্ড অফ মার্ডার', 'লিভিং ডলস', 'ড্রেড' গতকাল বিকেল চারটায় প্রদর্শিত হয়। নির্ধারিত বিষয় অনুযায়ী সিনেমাগুলোতে ফুটে উঠেছিলো সমাজে নারীদের প্রতি করা অবহেলা ও সহিংসতার প্রতিচ্ছবি।

রিচার্জ নিয়ে 'বিভায়ন চাকমা'

আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথমবারের মতো চাকমা ভাষায় একজন শিশু চলচ্চিত্রকারের নির্মিত চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয়েছে। তার নাম বিভায়ন চাকমা। ফ্লেক্সিলোড এর একজন দোকানি কিভাবে মানুষকে ঠকায়, মেয়েদের ফোন নম্বর কিভাবে টাকার বিনিময়ে অন্যদের কাছে বিক্রি করে এবং তার কারণে মেয়েরা কতটা ভোগান্তিতে পড়ে সেই বিষয়কে নিয়ে বিভায়ন চাকমা তৈরি করেছে তার 'রিচার্জ' ছবি। গতকাল সে আমাদের উৎসবকে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়।

*আপনার সিনেমার জন্য এমন একটি গল্প কেন নির্বাচন করলেন?

এটা আমার বাস্তব জীবনে দেখা ঘটনা। আমার এক বড় ভাই, জ্ঞানমিত্র চাকমা এবং আমার গল্প একসাথে মিলিয়ে চিত্রনাট্যটি তৈরি করেছি। আমাদের দু'জনেরই একই অভিজ্ঞতা এবং আমার কাছে বিষয়টা ভিষণ খারাপ লেগেছে। আমাদের সমাজে মেয়েদের প্রায়ই এরকম অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় এবং বিষয়টি চলচ্চিত্রে তুলে ধরা জরুরি।

*সিনেমা বানানোর শুরুটা কিভাবে?

-আমার ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিল আমি সিনেমা জগতে কাজ করব। সেখান থেকেই শুরু। অতঃপর আমার কিছু বড় ভাই, জ্ঞানমিত্র চাকমা, কলিং চাকমা এবং রত্নমিত্র চাকমাদের হাত ধরেই সিনেমা জগতে আসা।

*সিনেমা তৈরির ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতা এসেছিল?

-আমি সিনেমা বানাতে চাইলে আমার বাবা বলেন যে, সিনেমা মন্দ লোকদের জগৎ, তিনি কোনভাবেই সিনেমা বানানো পছন্দ করেন না, তবে আমার রিচার্জ সিনেমাটি দেখে তিনি বুঝতে পারেন সিনেমার মাধ্যমেও ভালো কিছু হওয়া সম্ভব । তারপর থেকে মা-বাবাও আমার কাজে বাঁধা দেননি। যদিও পড়া ফাঁকি দিয়ে কাজ করার জন্য বকা খেয়েছি।

*সিনেমা নিয়ে তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

- ভবিষ্যতে অবশ্যই আমি সিনেমার সাথে থাকবো এবং আরও নতুন নতুন সিনেমা বানাবো। আমার ইচ্ছে রোমান্টিক সিনেমা বানাবো, সামাজিক সিনেমা বানাবো এবং সামনে একটি চাকমা ভাষায় ভৌতিক সিনেমা বানাবো।

- অমৃতাঞ্জলি শ্রেষ্ঠেশ্বরী

উৎসবে তোমার অভিজ্ঞতা, নিজের মনের কথা, ফিল্ম নিয়ে মতামত ইত্যাদি যে কোন ধরণের লেখা পাঠিয়ে দাও সিএফএস ব্লগে

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

submissions@cfsbangladesh.org

লেখাগুলো প্রকাশিত হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে
www.cfsbangladesh.org/blog

প্রাণের উৎসবে প্রিয় মুখ

উৎসবের দ্বিতীয় সন্ধ্যা। দিনের আলো নিভতে নিভতেই উৎসব জুড়ে সোডিয়াম বাতির রোশনাই। হঠাৎ দূরে একটা জটলা দেখে এগিয়ে যেতেই দেখলাম, যাকে নিয়ে কলরব তিনি আর কেউ নন, "হোক কলরব" খ্যাত শায়ান চৌধুরী অর্ণব।

গানের এই যাদুকর হঠাৎ কালো এক ব্যাগ থেকে অদ্ভুত সব বাক্স বের করতে লাগলো। সাদাকালোর চৌষট্টি খোপের এক কাঠের বাক্স থেকে গুটির বদলে বেরিয়ে এলো "অটোদেবতা", "কানখান" সহ আরো অনেকে। এরা সবাই পুতুল। চারপাশের ফেলে দেয়া নানা জিনিসপত্র দিয়ে তৈরি এই পুতুলগুলোর কারিগর অন্য কেউ নন, খোদ অর্ণবই। পুতুলের একেক চরিত্রে একেক গল্প তুলে আনাই লক্ষ্য তার। না বলা কথা বলার এক ভিন্নরকম হাতিয়ার এরা।

গত উৎসবে অর্ণবের আসার কথা থাকলেও, নানা ব্যস্ততায় আসা হয়নি। আমাদের শিশুরাও এত সুন্দর চলচ্চিত্র বানাচ্ছে, সে ব্যাপারে ভীষণ উল্লসিত অর্ণব বলেন, "নয় থেকে ষোল বছর বয়সেই আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠন হয়। নিজেকে খুঁজে পেতে, নিজেকে জানতে চলচ্চিত্রের চেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম আর হয় না।"

অর্ণবের প্রত্যাশা এখনকার শিশুরা বিস্ময়ের চোখে পৃথিবী দেখবে, প্রশ্ন করবে, কল্পনা করবে, শিখবে, জানবে। প্রায় ঘন্টা খানেকের এক আড্ডা শেষে, "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই" আর "হারিয়ে যাইনি তবু..."। অতঃপর, একসময় সবাই মিলে বলে উঠলো, শুভ জন্মদিন!

গত ২৭ জানুয়ারিই জন্মদিন ছিল অর্ণবের। চল্লিশ ছোঁয়া চিরতরুণ অর্ণবের জন্মদিন আরও একবার পালিত হলো সবাই মিলে কেক কেটে। কেকের উপর লেখা সেই সরল প্রশ্ন, "লাল না হয়ে নীল কেন?"

- সামিয়া শারমিন বিভা

গল্পকার, আর্টিস্টম্যান এবং নির্মাতা মাহাতাব

"এ উৎসবের সকল ধরনের আয়োজন হয় শিশুদের দ্বারা।" কথাটি এগারো বছর ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সিএফএস-এর সবার মুখে মুখে। এই কথাটার সর্বৎকৃষ্ট প্রমাণ মাহাতাব রশীদ। মাহাতাব সিএফএস-এর একটি অতি পরিচিত মুখ। এবারের উৎসবের পোস্টার থেকে শুরু করে আনুসাঙ্গিক নানা অলংকরণ ও আঁকাআঁকির কাজে উৎসবের আগে যে মানুষটিকে সবচেয়ে ব্যস্ত দেখা গিয়েছে তার নাম মাহাতাব। শুধু ডিজাইনিংই নয়, সিএফএস আয়োজিত গত বছরের 'কিশোর চলচ্চিত্র কর্মশালা ২.০'-তে অংশ নেয় সে। তারই অংশ হিসেবে এ বছরের উৎসবে তার দলের ছবি 'বিপ্রতীপ' নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে সে ও তার দল।

মাহাতাব জানালো, ছোটবেলা থেকেই সিনেমা দেখার নেশা তার। ইংরেজি ও বাংলা নানা কালজয়ী ছবির ডিভিডি কিনে দেখাই ছিল তার একমাত্র শখ। এই নেশা নিয়েই পঞ্চম শ্রেণিতেই চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় সে। অষ্টম শ্রেণিতে একটি সিনেমা বানানোর উদ্যোগ নিলেও শ্যুটিং এর পর নানা কারণে কাজ আটকে গিয়েছিল। এরপর সিএফএস-এর সাথে সম্পৃক্ত হয় মাহাতাব। জানা গেল, গত বছরের কিশোর চলচ্চিত্র কর্মশালাতেই চলচ্চিত্র নির্মাণের নানা কারিগরি দিক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পায় সে।

গল্পকার, চিত্রশিল্পী অথবা চলচ্চিত্রকার; মাহাতাবকে পরিচয় করিয়ে দেয়া যায় অনেকভাবে। তবে মাহাতাব মনে করে, গল্প-ছবি-কমিকস্ স্ট্রিপ অথবা চলচ্চিত্র, যে মাধ্যমেই হোক না কেন, তার চিন্তাগুলোকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায় সে। নিজের মস্তিস্ক নিংড়ে সৃজনশীলতার সবটুকু বের করে আনার ইচ্ছে তার। তারপর সেটাকে দেখানো হবে বড় পর্দায়, কমিক স্ট্রিপে অথবা লেপ্টে দেয়া হবে আঁকার খাতায়। উৎসবের ব্যস্ততার কারণে দ্রুতই ছেড়ে দিতে হয় মাহাতাবকে। সাকক্ষাৎকারের পুরো সময়টাই মাহাতাবের চোখে ছিল উচ্ছাসের সাত রঙ। কথা বলার সময় তার চোখে স্বপ্নের খেলা যেন আমিও কিছুটা দেখতে পাচ্ছিলাম!

- ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলী

Through The Lenses of the Tiny Directors

Films through the lenses of tiny directors is one of the most desired features of the whole festival. The director of the film 'Perfection' Fatiha Ormin Naser will be sitting for SSC exams very soon. Yet right now, everything but her film is on top of her head. The idea of her film was to portray the social norm which makes people not feel comfortable on their on skin- her words. She claims to be an a amateur filmmaker but heavens she knows so much about films! Second day of the festival and she already has a lot to occupy her diary with the tales she's been scraping from the festival. 13 films were screened and the 15 directors of each of the films individually were honoured with bouquet and were asked to share bits and pieces of what they have conquered so far from the journey.

- Syeda Ashfah Toaha Duti

Mark Bishop On Curry And Zero Budget Filmmaking

One of the biggest attractions of this festival this year is the Zero Budget Filmmaking Workshop, for which we have Mark Bishop, filmmaker and actor, with us this week all the way from Big Stage Theatre in the United Kingdom! We at the Popcorn Diaries have had the distinct pleasure of having a chat with the very jolly and energetic Mark yesterday, during the first day of his workshop. Here's what Mark had to say!

"It's my first time here in Dhaka, and it is such a vibrant city! I haven't seen much of it yet, but it is very noisy, very colorful and just very vibrant. I can't wait to see more of it and meet more of the brilliant Dhaka people. I'm enjoying the curry and the weirdest part about Bangladesh was that you have red buses here - I did not expect to see what look like British red buses here. It's brilliant that you have a festival for young people here in Bangladesh. We had a very lovely opening night yesterday - a little bit of drumming, dancing, singing, and I saw some great films too. What we are hoping to do through the workshop is to give the young people a basic knowledge of low-budget filmmaking using their phones instead of cameras. They are also learning how to teach this to other groups of people across Bangladesh who may not have a lot of experience in filmmaking, so, to start a sort of ripple effect. The group of young filmmakers that we are working with are very funny and full of energy and enthusiasm, so it has gone great so far. The zero-budget part of the workshop is to give the opportunity of fimmaking to more people, specifically who don't have much money, and this will give them more access to the world of filmmaking with just their phones. This is about making films and having their voices and sharing their ideas and views with the world, just through their phone. In the U.K., I work with a lot of young people who come from disadvantaged backgrounds, so this is relevant for them too and they are doing the same kind of work."

Editor: Ashik Ibrahim
Bulletin Advisor: Kamrul Hasan Moon
Co-editor: Monami Hamid, Samia Sharmin Biva, Syeda Ashfah Toaha Duti, Riddha Aninda
Co-ordinator: Jannat Rahman
Reporter: Amritanjoli Shreshthesshory, Noshin Nuha, Raidah Morshed
Graphic Design: Sadiq Mahmood
Photographer: Shoumit, Mahmeema, Afreeda, Sukonna, Tamanna, Rad, Joy

Organized by
Supported by
Strategic Partners
Associated Partners
Branding Partner
Hospitality Partner